আসলে যা সত্যি নয়

ভব রায়

পত্রিকার যে লেখাটা পড়া শেষ করে সেখানেই তর্জনী রেখে দু'মলাটে বন্ধ করেছিল তাপস, সেটা ছিল এরকম একটা কবিতা-

মনে হয় যেন, আকাশটা মাটিতে নেমে-
মাটিটা আকাশে উঠে জায়গা পাল্টাপাল্টি করে নিয়েছে;
মনে হয় যেন, পাড়বন্দী জলে -জলাশয়ে
আগুন জ্বলছে দাউদাউ - তাতা থৈ থৈ,
আর ব্লাষ্ট ফার্নেসের গহ্বরে যেন ডেকেছে
ভরা কোটালের বান;
মনে হয় যেন, পৃথিবীর সব পুষমানব
কোন যাদুমন্ত্রে নিমেষে নপুংসক হয়ে
মঞ্চে নেমেছে খোজা প্রহরীর ভূমিকায়-
বিশান্তি - সুরক্ষা- তাগিদে;
মনে হয় - মনে হয় যেন এইসব,
আসলে যা সত্যি নয়-

তালু আর আঙুলে বন্দী বই সমেত ডান হাতটা কপালের ওপর রেখে শুয়ে শুয়েই ভাবছিল তাপস - আধুনিক কবিতার নামে আজকাল প্রায়শই যে চরম দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠে অন্তত এ কবিতার আক্ষরিক বাংলাটা তো ততটা দুর্বোধ্য নয়। তবে, কবি মাটি-আকাশ-জল-আগুনের পথ পেরিয়ে ঠিকঠাক কী বলতে চাইছেন, কোথায়ই বা পৌঁছাতে চাইছেন- তারও স্রষ্টা হদিশ পায় না সে। অথচ বিশেষ কিছু বলাও চলবে না, কেননা কবিতাটি লিখেছেন এ সময়েরই এক নামী তণতর কবি। চিত হয়ে শোয়া মাথাটাকে ডবল বালিশের ওপর রেখে এসবই ভাবছিল তাপস। এবারের পূজোর আগে-পরে প্রায় দিন কুড়ি ধরে, এক টানাই বলা যায়- পড়েছে অগুণতি পূজো সংখ্যার লেখা - গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নামী-অনামী সব লেখকের লেখাই পড়েছে-প্রায় বাছ-বিচার না করেই। এতসব পড়ে চড়ে শেষমেষ তার কতটা যে ভাল লেগেছে কতটা কী মন্দই বা লেগেছে-তা কি সে নিজেই বুঝে উঠতে পেরেছে? সে এ-ও জানে-এইসব হাবিজাবি পড়া-টড়া আসলে তো নিছক সময় কাটানোর জন্যেই। নিজের অজান্তেই যেন হাসি পায়, এসব ভাবনার মাঝেই কি করে যে এসে যায় কিছুক্ষণ আগে পড়া কবিতাটার শেষ লাইনটা -আসলে যা সত্যি নয়!

বিছানা আঁকড়ে এই হাফ-খোয়ারির মাঝেই ডোরবেল বাজলো। চরম আলস্য জড়ানো অনিচ্ছুক পা দুটোকে কোনক্রমে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই কিছুটা অবাক, কিছুটা আচমকা খুশির হাওয়া যেন ছুঁয়ে যায় তাপসকে-ও-তুমি! -এসো।

চন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল সে। চন্দনা অবলীলায় তাপসকে কিছুটা পিছনে ফেলেই ঢুকে পড়লো তাপসের ঘরে। ধপ করে সোফাটায় বসলো। কিছুটা ধীর লয়ে পা ফেলে ফেলে তাপস আবার নিজের খাটের বিছানাটিতে আশ্রয় নিল। বালিশের ওপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে প্রায় আধশোয়া। চন্দনার দিকে আবার তাকালো। বিদেশী পারফিউমের পরিচিত গন্ধটাও ইতিমধ্যে তাপসের নাকে ভেসে এসেছে।

ঝকঝকে দাঁতে ঝিলিক অথচ ছদ্ম ক্ষোভের সুরে চন্দনা বলল।

-বেলা এগারোটা বাজতে চললো- দেখে তো মনে হচ্ছে- এখনও প্রভাতী শয্যাত্যাগ সারা হয়নি। এভাবে শুয়ে থাকলে কাজগুলো কি ভূতে করবে?

- কোন কাজের কথা বলছো -চন্দা? বেশ মৃদু স্বরে বললো তাপস।

-সত্যি, তুমি অবাক করলে তাপস! কাল বিকালে টেলিফোনে কাজটা নিয়ে অ্যাতো কথা হল, আর তুমি কিনা-

-ওঃ আবার সেই হারামজাদার হোল্ডিং অফিসের কথা বলছো তো - ও হবে'খন। তার আগে, - তুমি আসার আগে অব্দি যা ভাবছিলাম - সেটা বলি-।

- এবার বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলল চন্দনা- কি রাজকাজের ভাবনাটা এতক্ষণে ভাবছিলে- শোনাই যাক।

-- না, না- কাজটাজের ভাবনা নয়। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। সেটা অবশ্য তোমারও শোনা দরকার। অভিজ্ঞতা বাড়বে

-নাও, নাও- পাকামি রাখো। আর ভণিতা ছেড়ে আসল কথাটা বলে ফ্যালো-

-দ্যাখ চন্দা - তোমাকে তো আমার কোন কিছুই গোপন করার নেই। তাই , সবটা খোলাখুলিই বলি । অনেক বছর পরে এবার আমি পূজো সংখ্যার পত্রিকাগুলো একটানা অনেকগুলো গল্প উপন্যাস পড়ে ফেললাম। লেখাগুলো ভাল, না মন্দ সেসব বিচার পরে। কিন্তু, আমি বলছি- অন্য কথা। সাহিত্যকে যদি আমরা সমাজের দর্পণ বলে মানি, অন্তত খানিকটাও, তাহলে এখনসমাজের অবস্থাটা কেমন জানো - চন্দ্রা?

- এই - এই... আবার শু হল তোমার পাগলামো আর আঁতলামো। তোমার হয়েছে গিয়ে যত্তোসব রাজ্যের ছাইপাশ পড়বে, আর আবোল-তাবোল ভাববে। আমার

হয়েছে মরণ-নাও -চটপট বলে ফ্যালো তো তোমার সমাজ-টমাজ। চন্দনার এই কথাটায় যেন কিছুটা উৎসাহিত হল তাপস। আধশোয়া ত্রিভঙ্গ অবস্থানটা বদলে এবার প্রায় সোজা শিরদাঁড়ায় বসলো। বেশ মৌজ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে শু করলো- লেখাগুলো পড়ে টড়ে যা মনে হল-বুঝেছো চন্দা-সমাজের মেনস্ট্রিমে এখন বেশ কয়েকটা জিনিস স্পষ্ট শেপ নিয়ে ফেলেছে। প্রথমত ধরো- এখনকার এই সময়ে বেশ উঁচু দরের সমাজবিরোধীরা মানসিকতা ও নেটওয়ার্ক অথচ সমাজসেবীর মুখোশ নাথাকলে সফল রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়ত, সমাজের অন্য একটা দিকের ছবি- মানে প্রেম ভালোবাসার জগতে দেখা য াচ্ছে প্রাক্ বিবাহ পর্বে হৃদয়ে হৃদয় সমর্পণ মানে প্রেম করবো বিশেষ একজনের সঙ্গে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীরী সম্পর্ক থাকতে পারে এক বা একাধিক বন্ধুর সঙ্গে।
যাঃ-যত্তোসব রাবিশ। ধমকে উঠলো চন্দনা- তোমার মাথাটা মনে হচ্ছে এবার সত্যি সত্যি বিগড়েছে।
-তুমি যা খুশি ভাবতে পার- চন্দা । তুমি তো আজকালকার গল্পোচপ্পো বিশেষ পড়ো না তাই তুমি এরকম রিঅ্যাকট করছো।
-ওঃ তাপস-ডোন্ট বি সিলি। ওসব আগডোম বাগডোম ছেড়ে এবার একটু প্রাকটিক্যাল হও। কাজের কথায় এসো। তা, আজ বিকেলেই যাচ্ছো তো হোল্ডিং অফিসে। দ্যাখো তাপস, আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি-এই নভেম্বরেই আমাদের প্লটের ক্লিয়ারিং সার্টিফিকেটটা হাতে আসা চাই। তারপর ডিসেম্বরেই আমাদের বিয়েট া সেরে ফেলতে চাই।
-তুমি যখন যেতে বলছো, তখন যাবো। কিন্তু আমার নিজের যাওয়ার সেরকম ইচ্ছে টিচ্ছে ছিল না। এই নিয়ে গত তিন মাসে বার দশেক যাওয়া হল। নীট ফলতো শূন্য। জালি বুড়োটা সেই একই ভাঙ্গা রেকর্ডটা বাজাবে। এখনো হয়নি, দিন পনেরো পরে আসুন, দেখি কী করা যায়। বেশ রিবত্ত গলায় কথাগুলো বললো ত াপস।
-আঃ তাপস- বয়স্ক মানুষকে অযথা গালাগালি দিও নাতো। ওর হাত দিয়েই তো কাজটা হবে। আর তাছাড়া, কাউন্সিলরের সেক্রেটারী আমাদের পাড়ার ভিকিদা তে া বলেইছে-কিছু খরচা না করলে কেউই হোল্ডিং ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পায় না। ভিকিদা এও বলেছে ওই সেকশনের পিওন দুলালদার হাতে শ'পাঁচেক টাকা গুঁজে দিলেই একদিন বাদে কাজটা হয়ে যাবে। সেদিকেও তো তুমি আবারবিপ্লবী যোদ্ধা।
-বাজে কথা বলোনা চন্দা-ঘুষ দেব কেন? আর ঘুষ চাই-ও কথাটাই বা খোলাখুলি বলেনা কেন বুড়োটা?
-ওঃ তাপস-তুমি ধর্মপুত্রের মতো আজব কথা শোনাচ্ছো। ঠিক আছে - আজ আর তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাই - দেখি, কিছু করতে পারি কিনা-।
তাপস যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আরো কিছুক্ষণ পাঁচমিশালি বকবক করে চন্দনা নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়।

দুই

চন্দনা ছাব্বিশ। আর তাপস তেত্রিশ। চন্দনা, অক্ষরের মাপকাঠিতে হয়তো সুন্দরী নয়। তবে, সুশ্রী ও সুন্দরীর মাঝামাঝি তো বটেই। তাপস একহারা ও শ্যামলা। ত াপস মাঝে মাঝে ইয়ার্কি করে বলে- তোমার সঙ্গে আমার প্রেমটা কি করে হল বল তো। একে তো তুমি আমার চেয়ে প্রায় এক প্রজন্মের ছোট - তার ওপর তো প্রব াদের সেই কথাটা - কার গলায় যেন মুক্তোর মালা-!
কথা শেষ করতে দিত না চন্দনা। দৌড়ে এসে তাপসের মুখের ওপর চেপে ধরতো তার ডান হাতের তালু- শাট আপ- আই সে শাট আপ। রিমেম্বার-য়্যু আর মাই ডিভাইন হিরো অব অল হিরোজ।
যাইহোক-চন্দনা এই ছাব্বিশেই যথেষ্ট পরিপাটি, সব কিছুই তার সাজানো, গোছানো, প্ল্যানমাফিক। তাপসের কলেজ মাস্টারির পাশে মানানসই করে চন্দনাও এস.এস.সি. মারফৎ জুটিয়ে নিয়েছে একটা স্কুল মাস্টারি। এলেবেলে খচে পার্টি তাপসকে ঘাড় ধরে কিছু কিছু সঞ্চয়ে বাধ্য করে দু'জনের জমানো টাকায় ইতিমধ্যেই মানে বিয়ের অনেক আগেই কেনা হয়ে গেছে আড়াই কাঠার একটা বাস্তুপ্লট- কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় - তাদের এই মফস্বলের ছোট্ট শহর শ্য ামপুরেই । টাউন ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে ওই প্লটেরই হোল্ডিং ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বার করতে হবে। ওটা ছাড়া বাড়ির প্ল্যান তৈরি করা যাবে না। বিয়ের আগেই এই প্ল্যান-টলানের কাজ হবে সারা -আর বিয়ের পরেই হবে ভিত খোঁড়া। চন্দনার সব কিছুই পরিপাটি, সুশৃঙ্খল-প্রায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলে তার ছক ও কাজের নকশা। এবং একই সঙ্গে সে যথেষ্ট বাস্তববাদী ও বস্তুনিষ্ঠও। তাপসের মতো সেকেলে ইমোশনকেও প্যানপ্যানানি বা পিউরিটি ন্যাকাপনার সে ধার ধারে না। তাই, আজ থেকে বছর তিনেক আগে, মানে তাদের প্রেমের একেবারে প্রাথমিক পর্বে মন দেওয়া নেওয়ার পাট সারা হলে,যথোপযুক্ত রক্ষাকবচ সহ পারস্পরিক দেহ সমর্পণের অভিষেকও হয়ে গেছে এবং বলা বাহুল্য, তা হয়েছে আগুয়ান চন্দনার বিশেষ উদ্যোগেই।
তাপসও মনে করে ব্যবহারিক জীবনে সে যতটা ন্যাতাজেবরা, , আগোছালো ও উদ্দেশ্যহীন, চন্দনা ঠিক ততটাই স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্য অভিমুখী। এ হেন দ্বিপা ক্ষিক বিষম উপকরণের সমন্বয়ে কিভাবে যে গড়ে উঠলো তাদের প্রেমের চৌম্বক ক্ষেত্র, তা ভাবতে বসলে আজও মাঝে মাঝে অবাক হয় তাপস।

তিন

পাক্কা তিন দিন পরে আবার চন্দনা এল তাপসের ঘরে। এবার এল প্রায় নাচতে নাচতে। রংয়ের দাঙ্গা ছড়ানো চোখ ঝলসানো দামি পিওর সিল্ক পরনে। হাতে একটা সরকারি ছাপ-ছাপ মারা কাগজ। সোফার ওপরে বসে থাকা তাপসের কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে সে বলল - দ্যাখো আমার ডিভাইন ট্যাড়শ কুমার! আ মি দু-দিন , মাত্র দুটি দিন গেলাম, আর হাতে হাতে কাজ হাসিল করে নিয়ে এলাম। সত্যিই খুব অবাক হয়ে যায় তাপস।
- কি করে অসম্ভবকে সম্ভব করলে বল তো চন্দা?
- একেবারে ছক অনুযায়ী। তোমাকে তো বারবার বলি- সব কাজেই এগোতে হবে ফরমুলা মাফিক- তাহলেই দেখবে অহক মেলার মতই কাজ হাসিল হতে বাধ্য। ডিটেলসেই বলি তোমাকে। তোমার ওখান থেকে যাওয়ার পর সেদিন বিকেলেই গেলাম ডেভেলপমেন্ট অফিস। প্রথমেই খুঁজে বার করা হল হেডপিওন দাল ালকে। থামের আড়ালে ডেকে এনে গুঁজে দিলাম একটা পাঁচশো টাকার নোট তার হাতে। কেসটা বললাম। দুলাল বলল- কাল বাদ পরশু বারটায় আসবেন বড়ব াবুর কাছে। পেপার রেডি থাকবে। তারপর, আজ ঠিক দুপুর বারটায় গেলাম। বড়বাবু, মানে তোমার 'জালি বুড়ো' নিজের সামনের চেয়ার বসালো। চা বিস্কুট খ াওয়ালো।
সার্টিফিকেটটা আমার হাতে তুলে দিল। বলতে বলতেই ডগোমগো খুশিতে বারেবারেই চন্দনার মুখটা ঝিকিয়ে উঠেছিল আর পলকের মধ্যে তাপসের মুখের ওপর যেন নেমে এল এক টুকরো কালো ছায়া।
-শেষ মেশ সেই ঘুষ দিয়েই কাজ হাসিল করলে, চন্দা! এবার সামান্য ক্ষিপ্ত হয়েই যেন তাপসের গায়ে দুটো ছোট্ট কিল মেরে বলল - ওঃ তাপস ডোন্ট বি পিউরিট ান অলওয়েজ, মনে রাখবে - যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ । আমাদের কাজটা হওয়া নিয়ে কথা- আর সামান্য পাঁচশো টাকার ব্যাপার যেখানে--
তারপর একটু থামে চন্দনা। তারপর, তাপসের মুখ ও বুকের মাঝখানটিতে আদর করা ও আদর খাওয়ার ভঙ্গিতে তার সুরভিত মাথাটি রেখে বেশ নরমগলায়

বলল চন্দনা- অ্যাই জানো তোমার ওই জালি বুড়ো মানুষটা সত্যিই ভাল। আমাকে কি বলছিল, জানো? বলছিল-তোমার ওই হাজ - না বন্ধু যে আসতো, সে যদি খোলাখুলি বলতো তোমরা ডিসেম্বরে বিয়ে করবে, তার দু চারমাসের মধ্যে বাড়ির কাজ শু করবে, তাহলে তো অনেক আগেই তোমাদের কেসটা করে দিতাম।
- ঢ্যামনা শালা- হাতে কড়কড়ে পাঁচশো টাকার নোটটা পাওয়ার পরে-। তাকে কথা শেষ করতে দেয় না চন্দনা। তাপসের মুখ চাপা দেয় তার হাতের তালুতে, - অ্যাই, আবার গালাগালি। না-না তুমি ওরকমভাবে বলো না। বুড়োটা সত্যিই ভাল। তাছাড়া, মাঝে মাঝে আজকাল আমার মনে হয় -যারা ঘুষ খায়, তারা অযথা হ্যারাশ করে না, তারা মানুষও ভাল হয়। তাপসের বুকে আরও ঘন হয় চন্দনা। আদরে আদরে তাপসও কি সামান্য গলে যায়? নিজের অজান্তেই যেন তার হাত দুটো মৃদু বিলি কাটতে শু করে চন্দনার বুকে। আর নিজের অজান্তে-একেবারে আচমকাই কেন যে মনে ভেসে আসে কয়েকদিন আগে পড়া তরুণ কবির সেই কবিতাটার শেষ দুটো লাইন-
মনে হয় - মনে হয় যেন এইসব
আসলে যা সত্যি নয়—।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com